পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন
পিকেএসএফ
ত্রৈমাসিক

তথ্য সাময়িকী

২০১৭ জুলাই-সেপ্টেম্বর শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২৪

সূচি

সেমিনার: দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত ০১
পিকেএসএফ সভাপতির 'এমটিসি গ্লোবাল পুরস্কার' গ্রহণ ০২
তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম ০২
পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত ০২
জাতিসংঘের হাই-লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামে পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ ০৩
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম ০৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি ০৫
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ০৬
ক্ষুদ্রঋণ খাত হতে কর্মী ঝরে পড়া: প্রবণতা ও কারণ - পিকেএসএফ গবেষণা ০৬
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি ০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন ০৮-০৯
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প ১০
ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্টসমূহে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা সভা ১০
খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত প্রকল্প ১১
সাহস কর্মসূচির আওতায় চেক হস্তান্তর ১১
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১২-১৩
SEIP প্রকল্পের অগ্রগতি ১৩
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন ১৪
চুক্তি স্বাক্ষর ১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র ১৫
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত ১৬
পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৭ ১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
www.facebook.com/pksf.org

সেমিনার: দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত

বিগত ১৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মিলনায়তনে **দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ** খাত শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইকনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)-এর সভাপতি জনাব সাইফ ইসলাম দিলাল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভার সদস্যবৃন্দ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। সেমিনারে পাঁচ জন সফল খামারী তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের কেন্দ্রে রয়েছে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, বাজারজাতকরণে সহায়তা এবং তথ্য বিনিময়। শস্য, মৎস্য এবং প্রাণী এই তিনটি উপখাতের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পিকেএসএফ উপরোক্ত চারটি অনুষঙ্গ অনুসরণ করে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, পিকেএসএফ কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন পণ্য ও উপজাত দ্রব্যের ভ্যালু চেইন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠাসহ খামারী পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ মোট ঋণের ৪৬-৪৭% কৃষিখাতে প্রদান করছে। এসকল ঋণের পরিশোধ পদ্ধতি খুবই নমনীয়। বিশেষ অতিথি ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার বলেন, মৎস্য উৎপাদনে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ লোক জড়িত। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অব্যাহত উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দেন। প্রধান অতিথি জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও পিকেএসএফ-এর ভূমিকার ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। তিনি গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত জাতের গরু উৎপাদন এবং প্রতি বছর বাচ্চা দেয় এমন দেশীয় জাত সংরক্ষণ করার মাধ্যমে গরুর উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন।

পিকেএসএফ সভাপতির ‘এমটিসি গ্লোবাল পুরস্কার’ গ্রহণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ‘এমটিসি গ্লোবাল রুশিকুমার লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৭’ লাভ করেছেন। টেকসই মানব উন্নয়ন ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব মর্যাদা নিশ্চিতকরণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মাননা দেয়া হয়। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ভারতের বাঙ্গালোরে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে তিনি এই সম্মাননা গ্রহণ করেন। এমটিসি গ্লোবাল ভারতভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্বজুড়ে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের সম্মাননা জানাতে ২০১০ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।

তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস ২০১৭ উপলক্ষে পিকেএসএফ বিগত ২৮ মে ২০১৭ তারিখে **তামাক: জনস্বাস্থ্য ও উন্নয়ন-এর হুমকি** শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংগঠন ও নেটওয়ার্ক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকল সংগঠন ও নেটওয়ার্কসমূহ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের প্রস্তাব করে।

বিগত ৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠন ও নেটওয়ার্ক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ একটি সম্মিলিত মঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পর্ষদ সভাপতি, পিকেএসএফ-কে আহ্বায়ক এবং ডা. মাহফুজুর রহমান ভূঁঞা, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (CTFK), বাংলাদেশ ও ভাইস চেয়ারপার্সন, অধীর ফাউন্ডেশন-কে সমন্বয়কারী হিসেবে মনোনীত করা হয়। বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ১৩টি তামাক বিরোধী সংগঠন ও নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ঘোষণা দেয়া হয় যে, এই মঞ্চের নাম হবে তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম।

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষে বিগত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ২১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, ড. এম.এ. কাশেম, ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

সভার প্রথমেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হওয়ার কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৭-এর বাজেট অনুমোদনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতিসংঘের হাই-লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামে পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১০-১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (একোসক) আয়োজিত নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক হাই-লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামে (এইচএলপিএফ) অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি অন্যান্য কিছু পার্শ্ব অনুষ্ঠানেও যোগ দেন।

'গ্লোবাল ইনশিয়েটিভ ফর চাইল্ড হেলথ অ্যান্ড মবিলিটি অ্যান্ড দ্যা জি-৪ অ্যালায়েন্স' শীর্ষক অনুষ্ঠানে জনাব আবদুল করিম নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতের লক্ষ্যে সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আহ্বান জানান।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এফআইএ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেখানে একটি প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব আবদুল করিম যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে নিউইয়র্কভিত্তিক বাংলা সাপ্তাহিক **ঠিকানা**-তে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারে তিনি পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্য বিষয়ে কথা বলেন।

পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অধীনে দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে প্রথাগত উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ২০১০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ১৫৩টি ইউনিয়নের ৪২ লাখেরও বেশি মানুষ এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর চিন্তাপ্রসূত এই কর্মসূচি মানুষের জীবনবৃত্তীয় সেবা প্রদান করে। যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ইত্যাদি।

জনাব করিম বলেন, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও তৎপরবর্তী সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাশ্রয়ী ও কার্যকর উদ্যোগের একটি মডেল। সকলের জন্য মানব মর্যাদা নিশ্চিতকরণের মূলমন্ত্র নিয়ে পিকেএসএফ-এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়; **সমৃদ্ধি** সদস্যদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ ও সামাজিক ক্ষমতায়ন তারই প্রতিফলন।

জনাব করিম পিকেএসএফ পরিচালিত আরেকটি প্রকল্প *স্কিলস ফর এমপপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)* এর কথা উল্লেখ করেন। এই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় তরুণ ও যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়।

'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত' মন্তব্য করে তিনি বলেন, এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিকেএসএফ ২০১৩ সাল থেকে 'খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১,৭২৪টি ইউনিয়নে একযোগে কাজ করছে।

জনাব করিম *নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ণ সহায়তা প্রকল্প*, *প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি*, *সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি*, *প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (পেইস)* এবং সদ্য সমাপ্ত *মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ)*-সহ পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য কার্যক্রম নিয়েও কথা বলেন।

তিনি বলেন, পিকেএসএফ তার কার্যক্রমের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। শীর্ষ সংস্থা হিসেবে সরাসরি মাঠপর্যায়ে কাজ না করলেও, বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে কর্মযজ্ঞ চলছে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমসমূহ তারই একটি অংশ বলে মন্তব্য করেন জনাব আবদুল করিম।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাত উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪১টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১,৭৩,৮৬২ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সহায়তা পাচ্ছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রান্তিকে ২টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে গড়ে উঠা **ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্পের উন্নয়নে এই শিল্পের যান্ত্রিকীকরণে সাধারণ সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি** শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০৬৫ জন উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকর্মীকে নানাবিধ প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। সহযোগী সংস্থা **পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)**-এর মাধ্যমে এই উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যশোর অঞ্চলের বিকাশমান ফুল চাষ উপ-খাতের উন্নয়নে জেলার রামনগরে একটি টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউণ্ডেশন (আরআরএফ)** এর মাধ্যমে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

প্রযুক্তি স্থানান্তর

উচ্চ মূল্যমানের ফল ও মসলা চাষ প্রযুক্তি স্থানান্তরের লক্ষ্যে PACE প্রকল্প হতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য একটি উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে এই প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে উচ্চ মূল্যের ফল ও মসলা চাষ প্রযুক্তি স্থানান্তর কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন। এই সময় তিনি নিজ হাতে উচ্চ মূল্যমানের ফলের চারা রোপণ করেন।

উচ্চ মূল্যের ফল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থা **ঘাসফুল** ড্রাগন, এভোক্যাডো ইত্যাদি ফল চাষ প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে স্থানান্তর করছে।

বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের প্রযুক্তিগত সমস্যা নিরসনে এ পর্যন্ত পনেরটি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রান্তিকে মাচা প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়া পালন সম্প্রসারণ শিরোনামে একটি উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **দারিদ্র বিমোচন সংস্থা**-এর মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গবেষণা ল্যাবরেটরী উদ্বোধন

দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর পরিবেশ রক্ষাকল্পে সহযোগী সংস্থা **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)**-এর মাধ্যমে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হালদা নদীতে মাছের প্রজনন পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনার জন্যে একটি চলমান ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হালদা নদী গবেষণা ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ২০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগে এ ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

উপ-খাত সমীক্ষা ও কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই

বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উপ-খাতের প্রতিবন্ধকতা দূর করে খাতসমূহের উন্নয়নের জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। সম্প্রতি ব্যক্তি খাতে ক্ষুদ্রাকার মৎস্য খাদ্য প্রস্তুত কারখানা স্থাপন উপ-খাতের ওপর একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পরামর্শক ড. নুরুজ্জামান এ সমীক্ষার ওপর ফাউণ্ডেশনে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশে নন্দিনী ফুল বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে এ কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার ওপর পরামর্শক প্রফেসর ড. এ এফ এম জামাল উদ্দিন পিকেএসএফ-এ একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি **সমৃদ্ধি** নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬২টি জেলার ১৫৩টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মতবিনিময় সভা

চলতি বছরে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি ৩টি উপজেলার সকল ইউনিয়নে এবং একটি উপজেলার ২টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিরোজপুর সদর ও জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওই ২টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১০, ১৬ এবং ১৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ১১২টি সহযোগী সংস্থার ১৫৩টি ইউনিয়নের সমন্বয়কারীদের নিয়ে তিনটি ব্যাচে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

অনুদান প্রদান

চলতি বছরের আগস্ট মাসে **ধরিত্রী ফাউন্ডেশন**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আদন ইসলাম উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের অধীন দুই জন ভিক্ষুককে সহায়তার জন্য সহযোগী সংস্থা **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (সাস)**-কে ২০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করেন।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

শিক্ষা কার্যক্রম: সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৫৩টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৫,৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে ১,৩৫,০০৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রান্তিকে ১২৪টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৭১৪টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি: কর্মসূচির আওতায় জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রান্তিকে ১১৮৪টি কেন্দ্রে ২৮০২টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩,০৬৪টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুবসমাজ কার্যক্রম: যুবদের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক ২ দিনের ভিডিওভিত্তিক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স মাঠ পর্যায়ে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সকল ইউনিয়নে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যুবরা বন্যাকবলিত এলাকায় বন্যার্তদের সহায়তা করছে এবং বড়তারা ইউনিয়নে নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে ১৫ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের বিশেষ ব্যবস্থা করেছে।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম: চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ১১৮৪টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রের আসবাবপত্র ক্রয়, সমৃদ্ধি কেন্দ্রের সাথে ১১৩৬টি ল্যাট্রিন এবং ১১৩৯টি গভীর-অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৩৩টি ইউনিয়নে ১৩,৩০০টি পরিবারভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১৬৫ জন সদস্য ১,০৭,২৫০/- টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। এছাড়াও সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৮৭৫ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ১.১৫ কোটি টাকা অনুদান ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩ ধরনের ঋণখাতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৪০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ২.০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৫৩টি ইউনিয়নে মোট ২৯০ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ২,০৪৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিয়োজিত রয়েছেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৬০,৩১৮টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি হয়েছে এবং ১৩৫৮৪টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ৩১৯২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ১৩৬টি স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনের অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ গৃহীত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৭৮টি ইউনিয়নে ৫২টি সহযোগী সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে তাদের মধ্যে আস্থা ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের কর্মক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

কমিটি গঠন, প্রশিক্ষণ এবং মাসিক সভা: মাঠপর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রবীণদের সামাজিক কাজে সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রবীণ প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে ১,১০৭টি গ্রাম, ৫৪০টি ওয়ার্ড ও ৭৮টি ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বয়স্ক ভাতা প্রদান: বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে পুরোনো সংস্থায় ৭৫ জন এবং নতুন সংস্থায় ১০০ জন প্রবীণকে মাসিক ৬০০/-টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৫২টি সংস্থা কর্তৃক ৭৮টি ইউনিয়নে মোট ৩৪২৬ জন প্রবীণকে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সহায়তা প্রদান: বিশেষ সহায়তা হিসেবে শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসহায় এবং নাজুক প্রবীণদের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৩৭৮ জনকে ছাতা, ৩১৭ জনকে ওয়াকিং স্টিক, ৩২৭ জনকে কমোড চেয়ার, ৪৬৯ জনকে কম্বল এবং ২৪৯ জনকে চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান: দরিদ্র এবং নিঃস্ব প্রবীণগণের মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য এ পর্যন্ত ৩২৪ জনের প্রত্যেককে ১,৫০০/-টাকা করে মোট ৪,৮৬,০০০/-টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র: কর্মসূচিভুক্ত পুরনো ২০টি ইউনিয়নের অধিকাংশগুলোতে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অনেকগুলোতে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নতুন ৫৮টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ পাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা: প্রবীণগণ কর্তৃক সমাজে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজসেবা বা উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন ইতিবাচক অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত ২০০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা এবং ৭৩ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কর্মশালা

বিগত ২৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে সম্প্রসারিত কর্মএলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার ফোকাল পারসন ও কর্মসূচি সংগঠকগণের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট ১২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ক সহায়িকা উপস্থাপনা এবং আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এইচ.এম. আব্দুল কাইয়ুম।

ক্ষুদ্রঋণ খাত হতে কর্মী ঝরে পড়া: প্রবণতা ও কারণ - পিকেএসএফ গবেষণা

পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ খাত হতে কর্মীদের ঝরে পড়া সংক্রান্ত একটি গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। গবেষণাটির সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্রঋণ খাত হতে কর্মীদের ঝরে পড়ার হার, ধারা, কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করে কর্মীদের ঝরে পড়া রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করা।

গবেষণাটি জুন ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ সময়কালে প্রায় ১৭০টি সহযোগী সংস্থা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আগস্ট ২০১৭ মাসে সম্পন্ন করা হয়। গবেষণাটির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদের বিপরীতে মোট ৭৬০ জনের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

এই গবেষণা থেকে দেখা যায় সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম থেকে পাঁচ বছরে সার্বিক ঝরে পড়ার হার শতকরা ১৮.৪৫ এবং শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ খাত হতে ঝরে পড়ার হার শতকরা ১৯.৬০। সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়ার হার মাঠকর্মী পর্যায়ে যা শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।

এছাড়া আন্তঃখাতে ঝরে পড়ার হার ৩৪ ভাগ এবং বহিঃখাতে ঝরে পড়ার হার ৬৬ ভাগ। ঝরে পড়ার ইতিবাচক কারণসমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হলো উন্নততর চাকুরির সুযোগ ও ভালো কর্মপরিবেশ। নেতিবাচক কারণসমূহের মধ্যে প্রধান হলো অনির্ধারিত দায়িত্ব, কাজের চাপ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্কের অভাব।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু, কিশোর ও তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ ২০১৬ সালের মার্চ হতে ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে দেশে জঙ্গীবাদের প্রসার প্রতিরোধ করে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন সহজতর হবে। সংস্থার আগ্রহ, সক্ষমতা ও অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের আলোকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরো ৫০টি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রম

মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে) ১৯ সেপ্টেম্বর দিনাজপুর সদর উপজেলার গোদাগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ৪০০ জন ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী প্রগতি সমিতি ১৪–২০ সেপ্টেম্বর পটুয়াখালী জেলাধীন গলাচিপা উপজেলার আটটি স্কুলের অংশগ্রহণে মাদকবিরোধী মাধ্যমিক স্কুলভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে।

সহযোগী সংস্থা **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে যশোরের চৌগাছা উপজেলার ফুলসারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নবীন-প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করে।

কোস্ট ট্রাস্ট ২৮ সেপ্টেম্বর ভোলার লালমোহনে মাদকবিরোধী মাধ্যমিক স্কুলভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এছাড়াও সংস্থার উদ্যোগে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার উদয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

মুক্তি কক্সবাজার ২৪ সেপ্টেম্বর পৌর প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১০টি বিদ্যালয় এবং ২টি কলেজের ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সংস্থার উদ্যোগে ২২-২৪ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম মিলনায়তনে শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আইডিএফ ২৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটির কাপ্তাই-এ আবৃত্তি, শুদ্ধ উচ্চারণ, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন বিষয়ক কর্মশালা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে ৬ প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ২৫ সেপ্টেম্বর ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বোরহানউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দাবা ও কেরাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

সহযোগী সংস্থা **কর্মজীবী কল্যাণ সমিতি (কেকেএস)** ২৯ আগস্ট রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়া উপজেলার বন্যাকবলিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকীর আব্দুল জব্বার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ ও দৌলতদিয়া মডেল হাই স্কুলে বন্যা পরবর্তী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংস্থার উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর রাজবাড়ী শহীদ খুশী রেলওয়ে ময়দানে বালিকা ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর রাজবাড়ী ডিবেট এসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রত্যাশী ২০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার চকোরী পৌর আদর্শ শিক্ষানিকেতনে বিজ্ঞান দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে মোট ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

কর্মশালা

বিগত ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে সম্প্রসারিত কর্ম-এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার ফোকাল পারসন ও কর্মসূচি সংগঠকদের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ক সহায়িকা উপস্থাপন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এইচ.এম. আব্দুল কাইয়ুম।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ড. এম এ কাশেম, ধরিত্রী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব আদন ইসলাম ও পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ১০-১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলাধীন সিংহের বাংলা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি**-র **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

করেন। প্রতিনিধি দল উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁরা যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, স্বাবলম্বী হাসপাতাল ও হস্তশিল্প কারখানা পরিদর্শন করেন। এরপর সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ঋণ কার্যক্রমের সমিতি, শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁরা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ১৩-১৬ জুলাই ২০১৭ রাজবাড়ী জেলায় সহযোগী সংস্থা **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)** এবং কুষ্টিয়া জেলায় **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা**-র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে **কেকেএস** সংস্থার দৌলতদিয়া ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি**র আওতায় পুনর্বাসিত সদস্য, বিশেষ সঞ্চয়ী সদস্যসহ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সদস্য ও যুব কমিটির সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি একটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে

আয়োজিত সুধী সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি **কেকেএস** শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় সংগীতানুষ্ঠান এবং শিশু শিল্পীদের পরিবেশনায় নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করেন।

সভাপতি মহোদয় কুষ্টিয়ায় **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থার** নবনির্মিত ৬ তলা ভবন দিশা টাওয়ারের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ড. এম. এ. কাশেম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পিকেএসএফ-এর সিনিয়র এ্যাডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ। প্রতিনিধিগণ সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং কর্মী ও সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ সকল কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এরপর সংস্থার সাংস্কৃতিক কর্মীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

- বিগত ২৫-২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৌলভীবাজার জেলা সফর করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

(কার্যক্রম), ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক, সভাপতির সফরসঙ্গী ছিলেন। সভাপতি মহোদয় সহযোগী সংস্থা **সিদিপ** কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কশবা উপজেলাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত মূলঘর ইউনিয়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলাধীন মৌলানা মুফাজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

একই জেলার রাজনগর উপজেলায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমঙ্গল উপজেলার কমলগঞ্জে LIFT কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** কর্তৃক

বাস্তবায়নাধীন কুচিয়া চাষ
ও অন্যান্য কৃষিভিত্তিক কা
রাজনগর উপজেলাধীন পাঁ
সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে নিয়োি
কর্মকর্তা ও কর্মীগণের সা
খলাগাঁও করিমপুর উচ্চ
ল্যাব উদ্বোধন করেন। ি
একজন উদ্যমী সদস্যে
রিক্সাভ্যান ও গাভী ক্রয়ে
হস্তান্তর করেন। তিনি পাঁ
গ্রামে বন্যাদুর্গত মানুষদের
হীড বাংলাদেশ-এর কমল
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনু

- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থ
আবদুল করিম বিগত ১৮
চট্টগ্রাম জেলায় সহযোগী
পরিদর্শন করেন। পরিদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচা
ফজলুল কাদের ও মহাব্যব
মশিয়ার রহমান তাঁর সফর

প্রতিনিধিগণ সংস্থার সমৃদ্ধি
বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন কার্য
আগামী বছরের লক্ষ্যমা
মতবিনিময় করেন। তাঁ
প্রকল্পের আওতায় উত্তর
ওয়ার্ড সমৃদ্ধি কেন্দ্রের
জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করেন

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্য
জনাব মোঃ ফজলুল কা
তারিখে সহযোগী সংস্থা **বা**
সেল্ফ-ডেভেলপমেন্ট-এ
কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ
মির্জা মুহাঃ নাজমুল হ
(কার্যক্রম) তাঁর সাথে ছিলে
শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা জন

, ছাগলের খামার, টার্কী পালন
র্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি
চগাঁও ও মুন্সিবাজার ইউনিয়নে
জিত শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক,
থেও মতবিনিময় করেন এবং
বিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার
তিনি মুন্সিবাজার ইউনিয়নের
কে অনুদান হিসেবে একটি
র জন্য ৫১,০০০ টাকার চেক
চগাঁও ইউনিয়নের আমীরপুর
অবস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি
গঞ্জ গেস্ট হাউসে সংস্থা কর্তৃক
ষ্ঠান উপভোগ করেন।

াপনা পরিচালক জনাব মোঃ
–২০ আগস্ট ২০১৭ তারিখ
সংস্থা **ঘাসফুল**-এর কার্যক্রম
র্শনকালে পিকেএসএফ-এর
লক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ
স্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ
সঙ্গী ছিলেন।

কর্মসূচিভুক্ত মেখল ইউনিয়নে
ক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও
ত্রা নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে
ারা উক্ত ইউনিয়নে PACE
মেখল জামে মসজিদ ও ৩নং
সামনে কিছু ফলজ ও মসলা
।

বস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম)
দের বিগত ৪ জুলাই ২০১৭
ন্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস্
এর ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও
করেন। পরিদর্শনকালে জনাব
ক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
লেন। তিনি সংস্থার খোলামোড়া
াব জাহিদ হোসেনের গৃহস্থালি

সামগ্রী তৈরির কারখানা এবং জনাব মোঃ রিপন-এর মোটর সাইকেলের বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা পরিদর্শন করেন।

- অধ্যাপক Tsuji Kazuto-এর নেতৃত্বে Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন সহযোগী সংস্থা **সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ)**-এর সোমভাগ ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন জনাব Oishi Kohei, Deputy Assistant Director এবং জনাব Daichi Hirose, Access Advisory Japan. পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী ছিলেন। সংস্থার পরিচালক জনাব আব্দুল মতিন JICA-এর প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বিষয়ক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

প্রতিনিধিদল উদ্যমী সদস্য ও প্রবীণ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁরা সংস্থার স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ও সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর কার্যক্রম, সমৃদ্ধ বাড়ি ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- বিগত ৭–৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ মেহেরপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা **দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)** ও **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি, কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কার্যক্রম এবং তামাক চাষের আওতাধীন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি সদস্য পর্যায়ে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড উন্নয়ন শীর্ষক খামারী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তিনি **ডিবিএস** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, মাচা পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কার্যক্রম, ভৈরব নদীতে খাঁচায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ভৈরব নদীতে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, সমৃদ্ধি কেন্দ্র, সমৃদ্ধি বাড়ি ও আয়বর্ধনমূলক ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এরপর জনাব গোলাম তৌহিদ বসতবাড়িতে সবজি ও ফলমূল উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি কেউপুর গ্রামের কৃষকদের সাথে তামাক চাষের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কেউপুর ও ফকিরাবাদ গ্রামের ১০০ জন কৃষকের সাথে তামাকের বিকল্প ফসল চাষের সম্ভাব্যতা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন

- বিগত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী সহযোগী সংস্থা **সেলফ হেলপ এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)** এবং **মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং LIFT কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে গাভী পালন ও খাসি মোটাতাজাকরণ, ছাগলের ব্রিডিং খামার, ব্যক্তি পর্যায়ে কৃষি হাব ও কৃষাণ বাজার পরিচালনা এবং ব্যক্তি উদ্যোগে স্টিয়ার ক্যাটল পালন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়া, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার বন্যা দুর্গত এলাকায় কৃষি, বাসস্থান ও অন্যান্য আর্থিক কর্মকাণ্ডে বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ **লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি)** বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ঋণ প্রদান করে আবাসন উন্নয়ন, নির্মাণ এবং গুচ্ছভিত্তিক বাড়ি নির্মাণে সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পৌরসভায় বসবাসকারী নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের পরিবারের আবাসন ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সহায়িকা তৈরি করে প্রতিটি সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য নির্মাণ, ঋণ, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার ওপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ হতে উপ-প্রকল্প পরিচালক ও নগর পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী পাঁচটি সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং পিকেএসএফ ও পিএমইউ'র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ এবং সঞ্চালনা করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. একেএম নুরুজ্জামান। সভায় গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সম্পৃক্তকরণ, সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় গৃহ নির্মাণ ঋণের চাহিদা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ, গৃহ নির্মাণ ঋণের শর্তাবলী, গৃহ নির্মাণ সম্পর্কিত নকশা প্রাক্কলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

মাঠ পর্যায়ে সংস্থা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত সদস্যদের বাড়ি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে পাঁচটি সংস্থাকে মোট ৩.২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাসমূহ চূড়ান্ত নির্বাচিত ৫৩ জন সদস্যের মধ্যে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সহযোগী সংস্থা	পাইলট পর্যায়ে (প্রথম ২ বছর) কর্মএলাকা	ঋণী সংখ্যা	ঋণ বিতরণ (টাকা)
ইএসডিও	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	১৫	৩৪,০০,০০০/-
এনডিপি	সিরাজগঞ্জ সদর পৌরসভা	১৩	৩০,০৫,০০০/-
আদ্-দীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	যশোর সদর পৌরসভা	৫	৮,৫০,০০০/-
পিদিম ফাউন্ডেশন	নরসিংদী সদর পৌরসভা	৬	১৭,৫০,০০০/-
টিএমএসএস	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	১৪	২৩,১০,০০০/-
মোট		৫৩	১,১৩,১৫,০০০/-

ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্টসমূহে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা সভা

বিগত ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট পরিচালনাকারী ১২টি সহযোগী সংস্থার সাথে একটি আলোচনা সভা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ড. মোস্তফা কে. মুজেরী, নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আইএনএম বর্তমানে "Innovative Solutions to Sustaining Access to Safe Drinking Water for the Poor in the Salinity-Prone Coastal Belt: A Critical Analysis" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করছে। সভায় লবণাক্ত এলাকাসমূহে সুপেয় পানি সরবরাহের বিদ্যমান চিত্র, পানি থেকে লবণ বিমুক্তকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, প্ল্যান্টসমূহের ব্যবস্থাপনা, সুপেয় পানি বিতরণ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের টেকসহিতা সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত প্রকল্প

পিকেএসএফ বিগত ২০১৩ সাল থেকে খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী বিভাগ এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের বসবাসকারী ৩,২৫,০০০ জন অতিদরিদ্র ও নাজুক পরিবারসমূহকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ও প্রধান তিনটি ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরু থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গাছের চারা বিতরণ

প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৮০টি উজ্জীবিত পুষ্টিগ্রাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুষ্টি গ্রাম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অপুষ্টি দূর করা। উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত অধিক সদস্যের বসবাসরত গ্রামকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রতিটি উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রামে ৪০টি বাড়ি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পারিবারিক পর্যায়ে অনুশীলন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত গ্রামটিকে পুষ্টিগ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয় না। পুষ্টিগ্রাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যক্রম হলো বর্ষা মৌসুমে লক্ষ্যভুক্ত সকল পরিবারকে গাছের চারা বিতরণ করা। জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে ২৭২০০ পরিবারকে প্রায় ১,১০,০০০ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ সম্পাদন

প্রকল্পের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণের তথ্য অনুসারে সদস্যদের আয় ৪২% বৃদ্ধি এবং খরচ ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার বিবেচনায়, ৯৬% সদস্যের পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে এবং তারা দিনে তিন বেলা খেতে পারছেন। পরিবীক্ষণের সময় ৬৫% সদস্যের পর্যাপ্ত খাবার ছিল এবং পরিবারে খাদ্যের বৈচিত্র্য ছিল ১২%-র মধ্যে ৫.৭%, যা বর্তমানে হয়েছে ৭.৪১%। অন্যদিকে নারীর খাদ্য তালিকা বৈচিত্র্যের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৪১%। যা আগে ছিল ৯%-র মধ্যে ৩.২%, বর্তমানে সেই হার দাঁড়িয়েছে ৪.৬১%।

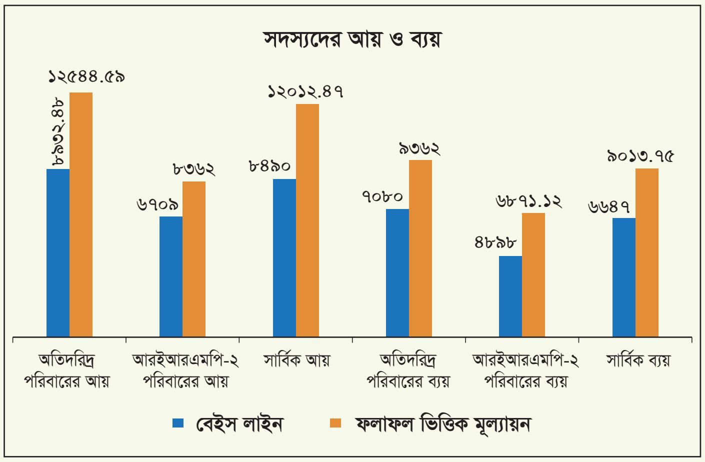

সাহস কর্মসূচির আওতায় চেক হস্তান্তর

বিগত ১২-১৪ জুন ২০১৭ তারিখে প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধসে পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এই দুর্যোগে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)**-এর দুইজন সদস্যসহ মোট ১২০ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুর্যোগে শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে ও সংস্থার ৬৫৯ জন সদস্যসহ প্রায় ১৬০০-১৭০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের ঘরবাড়ি মেরামত করার জন্য পিকেএসএফ হতে **সাহস** কর্মসূচির আওতায় স্বল্প সার্ভিস চার্জে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ বিগত ১৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জন লাল চাকমা'র হাতে মঞ্জুরকৃত টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সক্ষমতা এবং পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭- ২০১৮ অর্থবছরে জুলাই–সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৩৬২ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মূলস্রোতের আওতায় ১০টি পৃথক মডিউলের ওপর মোট ১৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ পিকেএসএফ, আইএনএম এবং সিডিএফ-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে।

কোর্সের নাম	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ভেন্যু
উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ					
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩	৩	৫৩	৬৭	আইএনএম
এনজিও-এমএফআই-দের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৩	৫	৫০	৫৫	পিকেএসএফ
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	২	২	৩৭	৩১	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১	৪	১৭	১৮	পিকেএসএফ
ঋণ কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	২	৪	৩৯	৪১	আইএনএম
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	১	৫	২০	২২	আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা ব্যবস্থাপক)	৩	৪	৫১	৬৬	আইএনএম
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ ব্যবস্থাপনা	১	৪	২০	২৩	আইএনএম
সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ					
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	১	৫	১৩	২০	আইএনএম
দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	১	৪	১৩	১৯	সিডিএফ
মোট	১৮		৩১৩	৩৬২	

বাজেট এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১০২.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অনুমোদিত ভেন্যুসমূহে মূলস্রোতের আওতায় ১১৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ: Boshan Municipality of Yunnan Province, China হতে ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিগত ৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য পিকেএসএফ সফর করেছেন ।

ইন্টার্ন কার্যক্রম: বিগত ত্রৈমাসিকে East West University-র Masters in Development Studies-এর একজন শিক্ষার্থী **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর পশুপালন অনুষদের ২৪ জন শিক্ষার্থী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছেন।

পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে মোট ১২ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহের বিস্তারিত বিবরণী উল্লেখ করা হলো:

প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Internal Audit on HR	২৮-২৯ জুলাই ২০১৭ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
Workshop on Data Validation of Land Degradation Neutrality (LDN)-Target Setting Program (TSP)	১৬-১৭ জুলাই ২০১৭ ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্ট, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, ঢাকা	ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন টু কমব্যাট ডেজার্টিফিকেশন (ইউএনসিসিডি)
Introductory Training Course for the Newly Recruited Officials	০৬-০৭ আগস্ট ২০১৭ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
Addressing Climate Change Induced Loss and Damage: Rhetoric and Reality	২৭-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিসিবিডি ট্রেনিং হল, মিরপুর-১০, ঢাকা	সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি)

বিদেশে প্রশিক্ষণ

জনবল শাখার আয়োজনে জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মোট ৭ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণসমূহের বিস্তারিত বিবরণী নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রশিক্ষণের নাম	কর্মকর্তাদের নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Training of Trainers (ToT) Program for Bangladeshi TVET Trainers	জনাব নাজমুল হাসান, সহকারী ব্যবস্থাপক	২৩ জুলাই–৫ আগস্ট ২০১৭ নানিয়াং পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনাল, সিঙ্গাপুর	অর্থ মন্ত্রণালয়
Workshop on The Eighteenth Meeting of the Board of the Green Climate Fund	ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমদ, পরিচালক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	৩০ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর ২০১৭ কায়রো, মিশর	গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড সচিবালয়
Training on Female Crab Rearing	১. জনাব মোশাররফ হোসেন, ব্যবস্থাপক ২. জনাব শেখ নজরুল ইসলাম, ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার, PACE প্রকল্প	২০ সেপ্টেম্বর–৮ অক্টোবর ২০১৭ সেন্টার ফর এডুকেশন এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিইসিডি), ভিয়েতনাম	সিইসিডি, ভিয়েতনাম
Workshop on 7th World Edu Summit	জনাব দীপেন কুমার সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, বাঙ্গালোর, ভারত	এমটিসি গ্লোবাল, ভারত
Training of Trainers (ToT) Course on Value Chain and Market System Development (VS&MSD)	১. জনাব মজনু সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক ২. জনাব মিজানুর রহমান, নলেজ ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, PACE	৪-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থোয়ান প্রভিন্স, ভিয়েতনাম	ইফাদ ও হেলভিটাস

SEIP প্রকল্পের অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১৫ সাল হতে দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় জুলাই-আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত ৬৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার মধ্যে ৪৫ জন নারী এবং ৬২৮ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী।

নিয়োগদাতা সমাবেশ

প্রকল্পের আওতায় বিগত ৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে সহযোগী সংস্থা **গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)** গাইবান্ধা জেলায় একটি নিয়োগদাতা সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন রহিম আফরোজ, প্রাণ আরএফএল, ওয়ালটন বাংলাদেশ, সিঙ্গার বাংলাদেশ, ইকোটেক্স ইত্যাদিসহ সর্বমোট ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের অভিভাবক, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, স্থানীয় পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসহ প্রায় ৬২০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে ৯ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীকে চাকুরির নিয়োগপত্র তুলে দেয়া হয়। এছাড়া পিকেএসএস-এর প্রারম্ভিক পুঁজি প্রকল্পের আওতায় ৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য ৩.৪০ লক্ষ টাকার প্রারম্ভিক পুঁজি ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে ইনোভেশন কর্মকর্তাসহ ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট টিম ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে চিফ ইনোভেশন কর্মকর্তাসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পিকেএসএফ-এ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা সৃষ্টি/সংগ্রহ করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা পিকেএসএফ ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পিকেএসএফ কর্তৃক উদ্ভাবনী ধারণা বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এবং A2i প্রকল্পের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় তিনটি ধারণা সংযোজন করা হয়েছে, যেমন: পিকেএসএফ এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম; প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; হিসাবরক্ষণ বিষয়ে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ।

বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ এবং সঞ্চালনা করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক ও ইনোভেশন কর্মকর্তা ড. একেএম নুরুজ্জামান।

চুক্তি স্বাক্ষর

শিক্ষা সফটওয়্যার এবং ই-শিক্ষণ বিষয় উন্নয়নের জন্য বিগত ৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ এবং ব্যাকবন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পিকেএসএফ এবং জনাব আবদুল মতিন শেখ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, BacBon Ltd চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচলক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়নের জন্য পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস)-এর মধ্যে বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পিকেএসএফ এবং ড. এ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বিসিএএস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

PACE প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী Withdrawal Applications (Was) ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ সফট্ওয়ার হতে সরাসরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর একাউন্টিং সফট্ওয়্যারের মান উন্নীতকরণের জন্য গত ৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বেঞ্চমার্ক সফট্ওয়্যার বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে। বেঞ্চমার্ক সফট্ওয়্যার বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জনাব জাহিদুল হাসান ভূইয়া এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রস্তাবিত সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের বেইজলাইন সার্ভে সম্পাদনের জন্য গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ইনোভিশন কনসাল্টিং লিমিটেডের সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে। ইনোভিশন কনসাল্টিং লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রুবাইয়াত সারোয়ার এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

পিকেএসএফ–জাইকা দ্বিপাক্ষিক সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA)-এর সাথে বাংলাদেশে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকি নিরসনে একটি দ্বিপাক্ষিক Minutes of Meeting এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যবিবরণীসমূহ স্বাক্ষরিত হয়। Minutes of Meeting-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং জাইকার পক্ষে Mr. Kazuto Tsuji, Team Leader, Detailed Planning Survey Team স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে JICA প্রতিনিধি দলের সদস্য Oishi Kohei, Deputy Assistant Director; Mr. Daichi Hirose, Access Advisory Japan এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩১১৩৬.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৭৭৫৫০.০১ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৯ ভাগ। নিচে জুন ২০১৭ মাসে ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৯৭৫৩.৫০	৩২৪৬.৫৫
জাগরণ	১১৪০৬৬.৫৯	১৮৯১১.৭৩
অগ্রসর	৪৫৪৬১.২০	১৩৩৪২.৭৪
সাহস	৯০৯.২০	২৮৮.৫০
সুফলন	৭১১৮০.৪০	৫৪৯৬.১৯
কেজিএফ	৫৬৮০.০০	৭৫৬.৫০
সমৃদ্ধি	২৬৮১.৯৩	১৭৩৯.২৫
এসডিএল	১৮০.০০	১৮০.০০
লিফ্‌ট	৮৫২.১০	২৯৪.৩৬
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	২৬৩৬৯৫.৬৪	৪৪২৬৯.৫৫
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৭৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	৩২.০০	৩২.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৬৯১.৩২	২০.০১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৩৮৫৪.৩৭**	**২৪৯.৩২**
সর্বমোট	**২৭৭৫৫০.০১**	**৪৪৫১৮.৮৭**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৬-১৭) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৯৪০৯.৯০	৯৫৪০.৫০
অগ্রসর	৬৯০১.০০	৭৫১৫.৪০
বুনিয়াদ	২৩২৬.১০	২২৩৯.৫০
সুফলন	৮৮২৩.৫০	৮৮৫৮.২০
সাহস	৬২.০০	২১৯.০০
স্যানিটেশন	০.০০	১৮০.০০
কেজিএফ	১৩৩০.০০	১৩৮০.০০
লিফট	১৩৯.২৭	১১৮.০৪
সমৃদ্ধি	৮৫৯.৭৬	১০৩৩.৭৬
পেইজ-প্রারম্ভিক পুঁজি	০.০০	২০.০০
এলআইসিএইচএসপি	০.০০	৩২.০০
মোট	**২৯৮৫১.৫৩**	**৩১১৩৬.৪০**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৬ – ১৭ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৬১.১৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২৬১৩.১৪ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৭০। জুন ২০১৭ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২১০.৮৪ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৯.৯৭ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৮৫ জনই মহিলা।

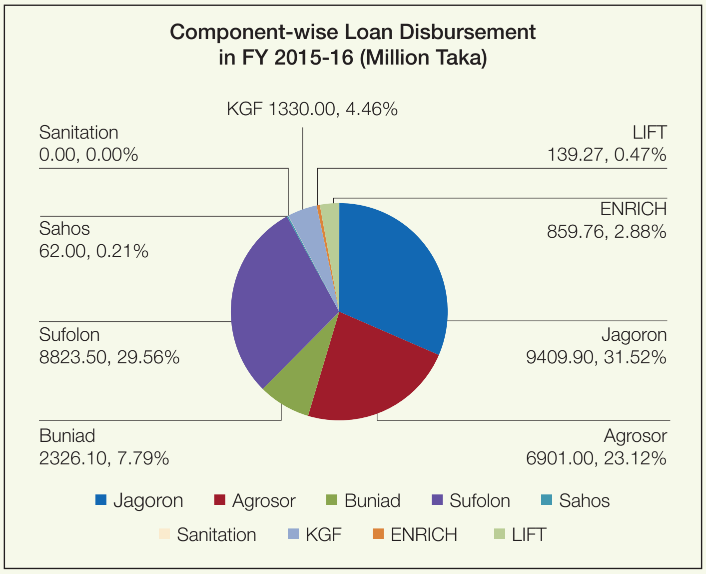

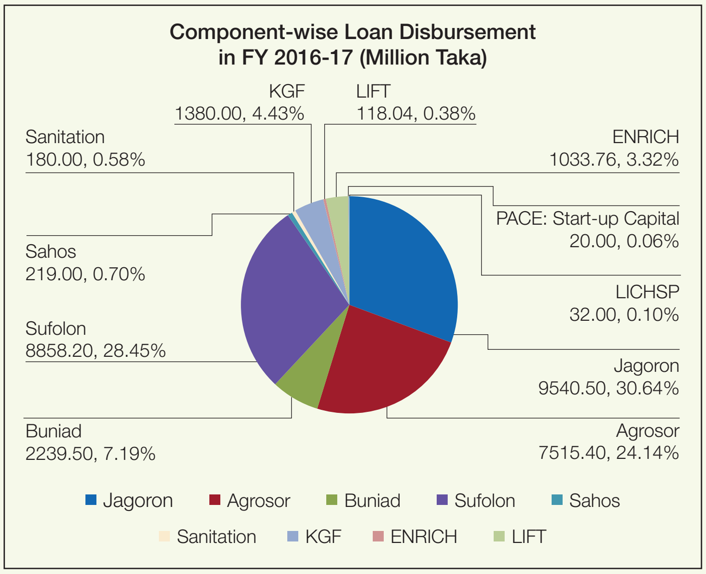

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় তিন দশক ধরে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবীর	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	:	**জনাব মোঃ আবদুল করিম** **ড. মোঃ জসীম উদ্দিন**
সম্পাদক	:	**অধ্যাপক শফি আহমেদ**
সদস্য	:	**সুহাস শংকর চৌধুরী** **শারমিন মৃধা** **সাবরীনা সুলতানা**

বুক পোস্ট

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত

মিয়ানমারের আরাকন অঞ্চলে সে দেশের সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর চরম নিপীড়নের বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে অনুপ্রবেশ করছে সহায়সম্বলহীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব রোহিঙ্গা যে শোচনীয়ভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে পরিজ্ঞাত। জীবন ধারণের ন্যূনতম সুবিধাবঞ্চিত এই বিপুল জনগোষ্ঠী এ দেশের অধিবাসী না হলেও মানবিক কারণে এদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পিকেএসএফ।

বিগত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান কক্সবাজার জেলার উখিয়া, কুতুপালং এবং বালুখালী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ সকল শিবির তারা ঘুরে দেখেন এবং শরণার্থীদের সাথে কথা বলেন। তিনি এ সময় সহযোগী সংস্থা **কোস্ট ট্রাস্ট**-এর আয়োজনে শরণার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

তিনি জানান, পিকেএসএফ-এর বেশকিছু সহযোগী সংস্থা শরণার্থী শিবিরগুলোতে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে দুর্গত মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে এবং শীঘ্রই সহায়তা বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। পরবর্তীকালে, শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে এক কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৭

আগামী ২৯ অক্টোবর ২০১৭ শুরু হচ্ছে পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা। চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিবারের মত এবারও ঢাকায় আসবেন দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সফল উদ্যোক্তারা তাদের বিচিত্র পসরা নিয়ে। ৬ দিন ধরে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেখা যাবে উৎসবের আনন্দ, মানুষের মিলন-মেলা, বিকিকিনি। উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে আরো আছে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচদিন ব্যাপী আলোচনা সভা এবং ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান-এর তিনটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। আর প্রতিবারের মত এবারও প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঢাকার প্রতিথযশা শিল্পীরা আছেন। তাছাড়া অংশ নেবেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগান ও গোষ্ঠীনৃত্যের শিল্পীবৃন্দ। সবার জন্য উন্মুক্ত।